যুগান্তর

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ৬

NOV. 23 2002

হাইকোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করে গণশিক্ষা বিভাগে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু

যুগান্তর রিপোর্ট

হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ উপেক্ষা করে গণশিক্ষা বিভাগের অধীনে ৮১টি প্রথম শ্রেণীর ইন্সট্রাক্টর পদে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার ওপর তিন মাসের স্থগিতাদেশ রয়েছে। কিন্তু হাইকোর্টের আদেশের আগেই নিয়োগপত্র ইস্যু করা হয়েছে দেখিয়ে সংশ্লিষ্টদের হাতে নিয়োগপত্র পৌছানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের জন্য ৮১টি ইন্সট্রাক্টর পদসহ বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগের জন্য গত বছর ৫ মার্চ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এর ভিত্তিতে দরখাস্ত গ্রহণ করে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে নিয়োগের জন্য একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পর একই পদে নিয়োগের জন্য নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নতুন করে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ

নিয়োগ : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৮

নিয়োগ : গণশিক্ষা বিভাগে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

করা হলে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। আগের বাছাই কমিটির তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকারী মোঃ আবদুল হাই দ্বিতীয় দফার নিয়োগ কার্যক্রমের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদন করায় হাইকোর্ট গত ৬ নভেম্বর সরকারের ওপর রুল জারি করে দ্বিতীয় দফায় গত ১৩ মার্চ জারি করা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের ওপর তিন মাসের স্থগিতাদেশ দেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষরকারী সহকারী সচিব ও সংস্থাপন সচিবের ওপর হাইকোর্টের এই রুল জারি হয়। গত ১১ নভেম্বর হাইকোর্টের নোটিশ সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে পৌছায়।

নোটিশ প্রাপ্তির পর পরবর্তী দফার নিয়োগ প্রক্রিয়া হাইকোর্টের আদেশের আগেই সম্পন্ন হয়েছে দেখিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রিট আবেদনকারী আবদুল হাই অভিযোগ করেন আদালতের আদেশের কার্যকারিতা ব্যর্থ করে দিতে গণশিক্ষা বিভাগের একজন মহিলা সিনিয়র সহকারী সচিবের মাধ্যমে এসব তৎপরতা চলছে। গত দু'দিন ধরে দ্বিতীয় দফায় প্রস্তুত তালিকা অনুযায়ী নিয়োগপত্র পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। তার কৌসুলি সুপ্রিমকোর্টের অ্যাডভোকেট মোঃ আফজাল হোসাইন যুগান্তরকে জানান, আগামী সপ্তাহেই বিষয়টির প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।